দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 MAR 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

'ফাঁস হওয়া' প্রশ্নপত্র আসল না ভেজাল ॥ তবু উহার পিছনেই ছুটিতেছে অভিভাবক আর পরীক্ষার্থীরা

মাইনুল হাসান ॥ ফাঁস হওয়া এস এস সি পরীক্ষার প্রশ্ন লইয়া এখন দারুণ ব্যবসা জমিয়াছে। শুধু হাত বদল হইতেছে প্রশ্নপত্রের। ইংরেজী পরীক্ষায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র বাম্পার হিট করায় বাজার এখন "জমজমাট। ইংরেজী প্রশ্ন প্রথমে ৩০০ টাকা করিয়া প্রতি কপি বিক্রি হয়। আসল কপির সহিত ফটোষ্ট্যাট কপির হুবহু মিল হওয়ায় ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের ফাঁস করা প্রতি কপির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। রমরমা ব্যবসা চলে সর্বত্র। ফটোষ্ট্যাট মেশিনের দোকানগুলি ছিল ভীষণ ব্যস্ত। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঐ পরীক্ষা মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে বাতিল ঘোষণা করায় অর্থ 'গচ্চা'

(২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র

(১ম পৃঃ পর)

যায় পরীক্ষার্থীদের। পরে বাজারে আসে অংক প্রশ্নপত্র। দারুণ উত্তেজনা রহিয়াছে ঐ প্রশ্ন লইয়া। প্রায় সকলে কিনিতেছে অংক প্রশ্নপত্র। বাকীতেও বিক্রি হইতেছে শত শত কপি। মূল্য তিনশত টাকা প্রতি-সেট। অনেক চালাক পরীক্ষার্থী টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র কিনিয়া উহা আবার অন্যের নিকট বিক্রি করিতেছে। তাহার টাকা এভাবে উসুল হইতেছে। দুই সেট এখন বিক্রি হইতেছে দেদারসে। ২২শে মার্চ ঐ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। উহাও বিক্রি হইতেছে। অংকের ফাঁস করা দুই সেট প্রশ্নপত্র দেখিয়া মনে হইতেছে ইহার সহিত শিক্ষকেরাও জড়িত। কারণ ফাঁস করা ফটোষ্ট্যাট প্রশ্নপত্র অত্যন্ত সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। জ্যামিতির অংশে শুধুমাত্র সমপাদ্য ও উপপাদ্যের নম্বর উল্লেখ রহিয়াছে (যেমন সমপাদ্য-৪) পাটিগণিত ও বীজগণিত অংশে বইর প্রশ্নমালার নম্বর উল্লেখ রহিয়াছে। সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার পরও বিক্রি বন্ধ হয় নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা এখন লেখাপড়া বন্ধ রাখিয়া প্রশ্নের পিছনে ছুটিতেছে। অনেক অভিভাবকও প্রশ্ন খুঁজিতেছে—ক্রয় করিতেছে তাহাদের সন্তানদের জন্য। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা রহিয়াছে দারুণ টেনশনে। তাহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এত কষ্ট করিয়া পরীক্ষা দেওয়ার পর উহা টিকিবে কিনা এ চিন্তায় তাহারা অস্থির। এ কারণে ভালভাবে তাহারা পরীক্ষা দিতে পারিতেছে না। এখন অনেকস্থানে বিভিন্ন বিষয়ের 'সাজেশনকে' ফাঁস প্রশ্নপত্র বলিয়া প্রচার করিয়া উহাও বিক্রি হইতেছে। আর এ 'সোনার হরিণের' পিছনে ছুটিয়াছে পরীক্ষার্থীরা। এ বছর পরীক্ষার্থীরা বহুকষ্ট সহ্য করিয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে রাতে তাহারা ভালভাবে লেখাপড়া করিতে পারে নাই। মশার জ্বালায় তাহারা দিনে-রাতে ছিল অস্থির। পরীক্ষার হলেও ছিল না বিদ্যুৎ। এতসব ঝক্কি-ঝামেলার পর এখন তাহারা টেনশনে রহিয়াছে কখন আবার পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যাইবে। কখন রেডিও-টিভিতে শোনা যাইবে আগামীদিনের পরীক্ষা বন্ধ।